সীমাবদ্ধ

চিত্রাঞ্জলি নিবেদিত

শংকরের কাহিনী অবলম্বনে

ভরত সমশের জঙ্গবাহাদুর রানা প্রযোজিত

সত্যজিৎ রায়ের ছবি

॥ ভূমিকালিপি ॥

শর্মিলা ঠাকুর / সুদর্শনা (টুটুল)
বরুণ চন্দ্র / শ্যামলেন্দু
পারমিতা চৌধুরী / দোলনচাঁপা
হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় / স্যার বরেণ রয়
হারাধন ব্যানার্জী / নীলাম্বর
অজয় ব্যানার্জী / তালুকদার
প্রশান্ত মল্লিক / রণু সান্যাল
রীতা দেববর্মন / বিবি সান্যাল
দীপঙ্কর দে / মিঠু সেন
মনি আয়ার / রামলিঙ্গম
অনিতা চ্যাটার্জী / মিস্ পালিত

প্রমোদ গাঙ্গুলী, কল্যাণ সেন, ঋতুন চ্যাটার্জী, ইন্দিরা রায়, রাহুল ভকত, এরিক ডেভিস, জন ওয়াটকিন, পিটার ওয়লেস, অ্যালথিয়া এন্সর, জি. ভি. আর. মূর্ত্তি, ব্যারি চক্রবর্ত্তী, বিষ্ণু ভাসাওয়ানি, অমলেন্দু গুপ্ত, রত্না চ্যাটার্জী, মীণাক্ষী গাঙ্গুলী, মঞ্জুপুরী, দীপক দত্ত, বাসুদেব মুখার্জী, তরুণ ভট্টাচার্য্য, পরমেশ্বর পাণ্ডে, রামব্রীজ ঠাকুর, অজিত লাহিড়ী, সুপ্রিয়া রায়, শিবুচরণ দাস, শেফালি।

বিশ্ব-পরিবেশনা / পিয়ালী পিকচার্স।

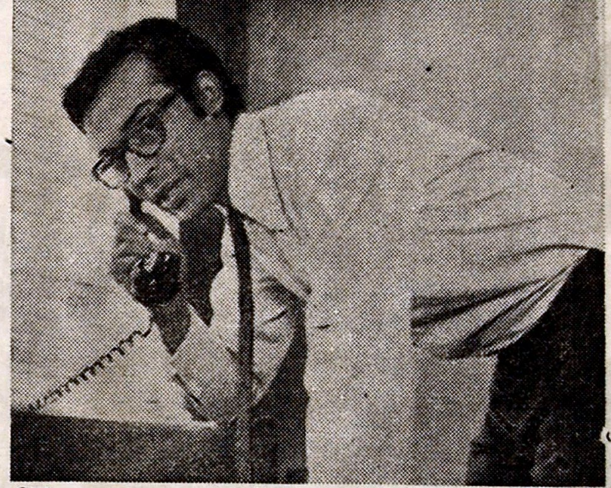

কাহিনী

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ. পরীক্ষায় ইংরাজিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে শ্যামলেন্দু হিন্দুস্থান-পিটার্স কোম্পানীতে চাকুরী পেল। পিটার্স কোম্পানীর তৈরি পাখা ও আলোর খ্যাতি আছে বাজারে। স্বল্প কালের মধ্যেই শ্যামলেন্দু কোম্পানীর সেল্স ম্যানেজারের পদে উন্নীত হল। এখন সে স্ত্রী দোলনচাঁপাকে নিয়ে কলকাতায় একটি সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে বাস করে। ক্লাবে যায়, পার্টিতে যায়, রবিবার সকালে গল্ফ খেলে। শ্যামলেন্দুর এক মাত্র লক্ষ্য হল পিটার্স কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর হওয়া। দোলনও এই ঘটনাটির জন্যই দিন গোনে।

এই সময় পাটনা থেকে দোলনের সবে মাত্র এম, এ পাশ করা সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী ছোট বোন সুদর্শনা (টুটুল) দিদির সঙ্গে ছুটি কাটাতে কলকাতায় এল। দশ বছর আগে পাটনায় যখন

দোলনের সঙ্গে শ্যামলেন্দুর বিয়ে হয়, টুটুল তখন ফ্রক পরে। সেই সময় থেকেই টুটুল শ্যামলেন্দুর প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করে এসেছে। যদিও এটা সে কোনদিনও বাইরে প্রকাশ করেনি এবার কলকাতায় এসে শ্যামলেন্দুর সান্নিধ্যে টুটুল তার প্রতি আরো গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। শ্যামলেন্দুও যেন টুটুলকে এই প্রথম চিনতে পারে; তার ছকে বাঁধা নিস্তরঙ্গ জীবনে টুটুলের আবির্ভাব একটা হিল্লোলের সৃষ্টি করে, ফলে তার মনটাও চঞ্চল হয়ে ওঠে।

এমন সময় অকস্মাৎ শ্যামলেন্দুকে একটা গভীর সংকটের সামনে পড়তে হয়। মধ্য-প্রাচ্যে রপ্তানির জন্য তৈরি পিটার্স কোম্পানীর দশ হাজার পাখার হঠাৎ শেষ মুহূর্তে একটা গলদ ধরা পড়ে। শ্যামলেন্দু বুঝতে পারে পাখা বাইরে গেলে চুক্তি নাকচ হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

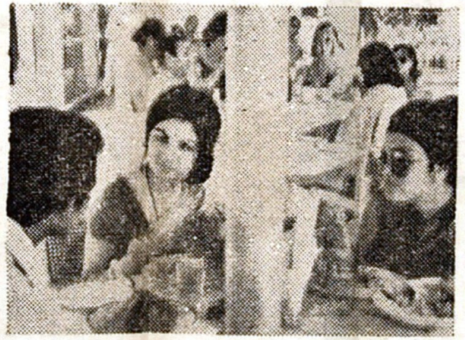

শেষ পর্যন্ত পিটার্স কোম্পানীকে ক্ষতি-পূরণ ও দুর্নামের হাত থেকে রেহাই দেবার জন্য শ্যামলেন্দুকে দুর্নীতির পথ বেছে নিতে হয়। এর ফলে মুশকিল আসান হয় ঠিকই। শুধু তাই নয়, শ্যামলেন্দুর কারসাজি তাকে ডিরেক্টরের পদে উন্নীত করতে সাহায্য করে। কিন্তু টুটুল? তার পক্ষে কি শ্যামলেন্দুর এই সাফল্যকে মেনে নেওয়া সম্ভব?............

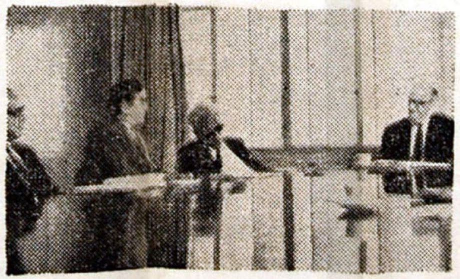

॥ কলাকুশলীবৃন্দ ॥

॥ আলোক চিত্র ॥
সৌমেন্দু রায়

॥ সহকারী ॥
পূর্ণেন্দু বোস, অনিল ঘোষ,
অমূল্য দাশ

॥ শিল্প নির্দেশনা ॥
অশোক বোস

॥ সহকারী ॥
সুরথ দাস, ভোলা দাস

॥ সম্পাদনা ॥
দুলাল দত্ত

॥ সহকারী ॥
কাশীনাথ বোস

॥ মেক-আপ ॥
অনন্ত দাস

॥ সাজসজ্জা ॥
হারু দাস

॥ রূপ সজ্জা ॥
কেষ্ট ঘোষ

॥ শব্দ গ্রহণ ॥
জে, ডি, ইরানি
দুর্গাদাস মিত্র

॥ সহকারী ॥
সিদ্ধিনাথ নাগ
নিতাই জানা, মানিক

॥ সহকারী পরিচালক ॥
সুব্রত লাহিড়ী, ভি.আর.আনন্দ,
কল্যাণ রায়

॥ প্রধান কর্মসচিব ॥
অনিল চৌধুরী

॥ ব্যবস্থাপনা ॥
ভানু ঘোষ

॥ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা ॥
দিবাকর শর্মা

॥ সহকারী ॥
বলাই আঢ্য, শঙ্কর দাস

॥ অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ ॥
ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও

॥ আলোক সম্পাত ॥
হেমন্ত দাস, তপন সেন,
মনোরঞ্জন, সুখরঞ্জন, মংরু

॥ পরিস্ফুটন ॥
শৈলেন ঘোষালের
তত্ত্বাবধানে ইউনাইটেড
সিনে ল্যাবরেটরিজে

॥ সহকারী ॥
অজিত রায়, গৌরী মুখার্জী,
চণ্ডীচরণ সেন,
পীতাম্বর দাস

॥ রিরেকর্ডিং ॥
মঙ্গেশ দেশাই

॥ অপটিক্যাল্‌স ॥
রাউকো

॥ দৃশ্যপট ॥
কবি দাশগুপ্ত

॥ স্থিরচিত্র ॥
টেকনিকা
নিমাই ঘোষ, সন্দীপ রায়

॥ প্রচার ॥
ঈশ্বরী প্রসাদ শর্মা

॥ প্রচার অংকণ ॥
বিদ্যুত চক্রবর্তী

CHITRANJALI
PRESENTS

SIMABADDHA
(THE TARGET)

FROM THE STORY BY
SHANKAR

PRODUCED BY
BHARAT SHAMSHER
JUNG BAHADUR RANA

SCENARIO, MUSIC
AND DIRECTION
SATYAJIT RAY

After a brilliant academic career in patna, Shyamalendu Chatterjee join a British commercial firm manufacturing fans and lamps, and quickly rises to the position of Sales Manager.

Living in a luxurious flat in Calcutta with his wife Dolan, Chatterjee now looks forward to achieving his ultimate aim: to become a director of Hindustan-Peters Ltd.

Dolan's younger sister Sudarshana come to spend a holiday in Calcutta. As a teenagar in Patna, Sudarshana had harboured a secret admiration for Chatterjee at the time her elder sister got married to him. This time, in Calcutta, this admiration begins to develop into something more serious. Her feelings are reciprocated by Chatterjee; Sudarshna has come like a breath of fresh air into his routine existence.

As this point, Chatterjee suddenly finds himself facing a major crisis: a consignment of ceiling fans meant for cxport to Iraq turns out on final inspection to be defective. Chatterjee realises that his firm now faces the prospect of a heavy penalty as well as a loss of prestige.

After much pondering, Chatterjee takes the only course open to him: with the help of the Personnel Officer, he secretly manoeuvres a strike in the factory which leads to a lock-out. This services as an excuse for the delay in shipment, and the crisis is thus averted.

On the strength of his clever handling of the situation, Chatterjee is promoted to the Board of Directors. He is showered with congratulations from everybody, except a deeply disillusioned Sudarshna. She now knows only too well what the rat-race means.

পিয়ালী প্রচার বিভাগ থেকে প্রকাশিত এবং রেডিয়েন্ট কমার্শিয়াল এণ্টার প্রাইস্, কলিকাতা-১ থেকে মুদ্রিত।